দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৬ ফাল্গুন ১৪১৭, ১০ মার্চ ২০১১

রাজনৈতিক সংঘাত ও দারিদ্র্য

ড. এম আজিজুর রহমান

> *একটি দেশের "সরকার যা চায়, মানুষ তা পায়।" এরূপ চাওয়া পাওয়ার দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক সংঘাতের শিকার হয়ে যেসব অঞ্চল দারিদ্র্যপীড়িত, তার মধ্য দক্ষিণ এশিয়া অন্যতম। দরিদ্র্যপীড়িত অন্য দুটি অঞ্চল হলো ল্যাটিন আমেরিকা ও সাব-সাহারান আফ্রিকা।*

বিশ্বের অধিকাংশ দেশই দারিদ্যপীড়িত অর্থাৎ বিশ্ববাসীর বেশির ভাগ লোকই কমেবশি দরিদ্র। মানুষ জন্মগতভাবে কেউ দরিদ্র, কেউ সচ্ছল। দরিদ্র হওয়াটা কারো জন্য কোন অপরাধ নয়। সুবিধাভোগী শিশুদের তুলনায় দারিদ্র্যপীড়িত শিশুদের তুলনামূলকভাবে অধিক পরিশ্রম করতে হয়। সচ্ছলতার ইতিহাস থেকে দেখা যায় মানুষ জিরো থেকে হিরো হয়, হিরো থেকে হিরো হবার উদাহরণ খুব বেশি নয়। দরিদ্রতার কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেতে মানুষকে কিছু উৎপাদনশীল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয়। যেমন : শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা, চৌকষ ও নৈপূণ্যতা, কঠোর পরিশ্রমী হবার মন-মানসিকতা, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, উদ্যোগী ও নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ইত্যাদি। এরূপ একটি ব্যক্তি বেকার থাকবে বা কোন কাজ পাবে না ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই করতে পারবে না এসব ভাবা যায় না। কোন দেশ জন্মগতভাবে দরিদ্র হয় না। কোন প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলেও উৎপাদনশীল মাটি ও মানুষ নিয়ে একটি দেশের জন্ম হয়। জন্মগতভাবে কোন দেশ, উপমহাদেশ বা মহাদেশ দরিদ্র নয়। আমাদের মত মানুষ বা সংশ্লিষ্ট সরকারের বৈশিষ্ট্য, মন-মানসিকতা ও চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তিতেই একটি দেশ অনুন্নত, উন্নয়নশীল বা উন্নত হয়। একটি দেশের "সরকার যা চায়, মানুষ তা পায়।" এরূপ চাওয়া পাওয়ার দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক সংঘাতের শিকার হয়ে যেসব অঞ্চল দারিদ্র্যপীড়িত, তার মধ্য দক্ষিণ এশিয়া অন্যতম। দরিদ্র্যপীড়িত অন্য দুটি অঞ্চল হলো ল্যাটিন আমেরিকা ও সাব-সাহারান আফ্রিকা। এসব দেশের দারিদ্র্যতা বিশ্লেষণকল্পে আমরা প্রায়শই বলে থাকি শিক্ষার স্বল্পতা, প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রযুক্তি বিদ্যার অভাব, আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, প্রশাসনিক অদক্ষতা ইত্যাদি এসবের জন্য দায়ী। এসব কিছুর উৎস হচ্ছে রাজনৈতিক সংঘাত, দুর্নীতি, দুঃশাসন এবং এর মধ্যে অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে "রাজনৈতিক সংঘাত"। রাজনৈতিক সংঘাতে আক্রান্ত ও দারিদ্র্যপীড়িত উপমহাদেশটির নাম দক্ষিণ এশিয়া। স্বাধীনতার পর থেকেই সামরিক জান্তা সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে মুসলিম বৃহৎ শক্তি পাকিস্তান। প্রায় তিন যুগ যাবত সামরিক জান্তা সরকারে আক্রান্ত হয়ে পদদলিত হচ্ছে গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর মিয়ানমারের অর্থনীতি। মাত্র দু'বছর আগে নেপালে মাওবাদী ও রাজতন্ত্র রাজনৈতিক সংঘাতের যবানিকা ঘটল। এখনও মাওবাদী উচ্ছৃংখলাতায় নেপালি প্রশাসন উৎপাদনের পথঘাট দেখছে না। শতকরা ১০০ ভাগ শিক্ষিত হয়েও শ্রীলংকা উন্নয়নের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। ১৯৮০ থেকে আফগানিস্তানের অবস্থা হয়েছে যেন "বাঘের কাছে ছাগল বর্গা দেয়া" অবস্থা। ১৯৮০ সালে রাশিয়ান আগ্রাসন থেকে আফগানিস্তানের মুক্তিকল্পে আমেরিকা পাকিস্তান সরকারকে ব্যবহার করে। অনেকের মত এই কাজে আমরিকা ও পাকিস্তান সম্মিলিতভাবে জঙ্গিবাদ বা তালেবান নামক একটি ভ্রান্ত শক্তির সৃষ্টি ও ব্যবহার করে। আফগান সরকার, পাকিস্তান ও সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব, জঙ্গিবাদ দমনসাপেক্ষে হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করে যুদ্ধ করছে। এ যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে করছে, কেন যুদ্ধ করছে, আর কতকাল যুদ্ধ করবে এবং কিভাবে আফগানিস্তানসহ সমগ্র বিশ্বকে মন্দার কবলে নিক্ষেপ করছে তার জবাব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। বিশ্ববাসীর প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ বা ১১০ কোটি লোকের ২য় বৃহত্তম দেশ ভারত-বর্ষ, যার কমেবশি শতকরা ৩৫ ভাগ লোক পূর্বাঞ্চলে বসবাস করে। পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলো হচ্ছে- পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ভারতের সেভেন সিস্টার নামীয় অঙ্গরাজ্যগুলো যেমন আসাম, অরুনাচল, ত্রিপুরা, মিজুরাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর ও মেঘালয়। বৃহৎ ভারতের অবহেলিত এসব অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামসহ বিভিন্ন এলাকায় মাওবাদী ও বিভিন্ন বামপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপদ্রব। এসব অঞ্চলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদ ইত্যাদি একটি স্বাভাবিক চিত্র। একদিকে দিল্লী, মুম্বাই ও চেন্নাইসহ সমগ্র দক্ষিণ ভারত উন্মুক্ত বাজার উন্মুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশে বেশ অগ্রগামী, অন্যদিকে সাম্যবাদী, বামপন্থী, কমিউনিস্ট পার্টি ও তৃণমূল সংগঠনের এলাকা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় বড়ই অনগ্রসর। যেখানকার অর্থনীতি বারংবার মুখথুবড়ে পড়ছে। এসব অঙ্গরাজ্যের মানুষ কর্মমুখর না হয়ে প্রায়ই হরতালমুখর হয়ে থাকে। পরোক্ষভাবে তাদের হরতালমুখী আচার-আচরণ সরকারের যেকোন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কোন দেশই সঞ্চয় ও বৃহৎকার বিনিয়োগ ছাড়া সামনে অগ্রসর হতে পারে না। Big-Push বিনিয়োগ সাপেক্ষে প্রয়োজন হয় বড় বড় উদ্যোক্তার উদ্যোগ গ্রহণ FATA ও BIRLA সহ বৃহৎ বিনিয়োগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে যেকোন উন্নয়ন উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত ও প্রতিহত হচ্ছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে তেমন কোন উন্নয়ন অবকাঠামো আমরা পাইনি। '৯০ দশক থেকে শুরু হয় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক গতিধারা। যার ফলশ্রুতিতে আমরা পাচ্ছি একবার বিএনপি এবং আরেকবার আওয়ামী লীগ এ দুটির রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে উন্নয়ন অবকাঠামো। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে ১০০টি উচ্চ শিক্ষার অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠান। যেমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং বেশ কয়েকটি ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইত্যাদি। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের নবম বৃহত্তম এ দেশের উন্নয়ন খাতের প্রতিযোগিতা স্বরূপ উপরে উল্লেখিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন আরো বেশি হারে প্রয়োজন। তবে সবচেয়ে বড় বাধা এখন 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব'। ক্ষমতাসীন দল উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিরোধী দল তা প্রতিহত করার সব ধরনের যুক্তি প্রদান করে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে দলীয়ভাবে নিরপেক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিয়োগ প্রদান এবং শিল্পখাতের উন্নয়নে যথার্থ পরিমাণে আলো, পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ইত্যাদি খুবই জরুরি। অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় [illegible] সম্প্রতি বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক বেশ প্রশংসনীয়। শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় [illegible] সেবাখাতে আরো অধিক পরিমাণে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপন ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে আমরা কোন কিছুতেই সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারছি না। একদল মান নিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়ে বলবে বেসরকারি খাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র করা সম্ভব নয়, অন্যদল বলবে ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি বেসরকারি খাতে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হচ্ছে রাজনৈতিক সংঘাতের নেতিবাচক প্রতিফলন। এসবের দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে দেশের সাধারণ জনগণ।

মানুষের সুখভোগ, মানসম্পন্ন জীবন ও জীবন-যাপন ইত্যাদি সবকিছুই ঘুরে ফিরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে উৎপাদনশীল রাজনীতি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক উদারতা ও উদার নিয়মনীতি ইত্যাদির ওপর। সরকার চাইবে দেশের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, বাজারমূল্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইতিবাচক ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি। ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও জাতীয় পর্যায়ে মানুষের সুখ ভোগ বৃদ্ধি সাপেক্ষে দরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, আইনের শাসন, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা থাকলে, তা দূরীকরণ, মানুষের বাক-স্বাধীনতা ও ভোটাধিকার, গণতন্ত্র ও জনশাসনের শাসনের নিশ্চয়তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, রাজনৈতিক সংঘাতের দরুণ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশে জীবনযাত্রার নিম্নমান, প্রবৃদ্ধির মান ও পরিমাণের অপ্রতুলতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অনিশ্চয়তা, হ্রাসকৃত আয়ুষ্কাল, বেকার সমস্যা, দারিদ্র্যতা ইত্যাদি যেন প্রায় প্রতিটি দেশে অপ্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য। সবকিছুর প্রতিকার ও সুষ্ঠু সমাধানকল্পে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক সংঘাতের নির্মূলকরণ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।